তারিখ ...27 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৩...

সংবাদ

সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অবশেষে বহুল বিতর্কিত বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা এবং সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ করেছে সরকার। হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল এক আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় দু'ডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার বিকাশের নামে দেশব্যাপী সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে। ইচ্ছেমতো আউটার ক্যাম্পাস খুলে চলছে শিক্ষা বাণিজ্য। এসব ক্যাম্পাসে নামকাওয়াস্তে পাঠদানে লিপ্ত স্থানীয় স্কুল এবং কলেজের এক শ্রেণীর শিক্ষক।

বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সারাদেশে কতটি অননুমোদিত ক্যাম্পাস রয়েছে তার সঠিক তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছেও নেই।

দেশে বর্তমানে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯৫টি। মূল ক্যাম্পাসের বাইরে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা ইচ্ছেমতো আউটার ক্যাম্পাস (দূর শিখন) খুলেছে।

অনুমোদন ছাড়াই দেশব্যাপী শত শত শাখা ও ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বাণিজ্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে কমপক্ষে পাঁচটি পক্ষের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা বিচারাধীনসহ অনিয়ম ও সমস্যায় জর্জরিত ছিল 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়'।

বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ২০১১ সালের ২৫ অক্টোবর বিচার বিভাগীয় একটি কমিশন গঠন করে সরকার। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবেদনটি জমা দেয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের সুপারিশ করে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানটি অর্থের বিনিময়ে সনদ বিক্রি করছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন করেছে। পরে আদালতে যায় বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভক্ত মালিকরা। অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বন্ধ ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' আউটার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আউটার : ক্যাম্পাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করা অবৈধ। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে আসছিল তাদের বিরুদ্ধে মঞ্জুরি কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে অননুমোদিত ক্যাম্পাস পরিচালনা করতে থাকে। এজন্য এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছিল না শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের যতো অবৈধ ক্যাম্পাস

ইউজিসির বরাত দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে দারুল ইহসান। এই প্রতিষ্ঠানের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এসব ক্যাম্পাসে প্রায় ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি রয়েছে।

তবে বেসরকারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, দারুল ইহসান কর্তৃপক্ষ পাঁচ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় তিন শতাধিক অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে, যেগুলোর বেশির ভাগের দায়িত্বে রয়েছে স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা। খোদ রাজধানীতেই দারুলের নামে এক ডজনের বেশি অবৈধ ক্যাম্পাস রয়েছে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, দারুল ইহসানের পর সবচেয়ে বেশি আউটার ক্যাম্পাস চলছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটির নামে। ইউজিসির সহযোগিতায় বিএনপিপন্থি এক ব্যবসায়ী নেতার ছেলে ইবাইস ইউনিভার্সিটির নামে রাজধানীর ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। এ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. জাকারিয়া লিংকন উচ্চ আদালতের বেশ কয়েকটি মামলা করেন, যা বিচারাধীন রয়েছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামেও রাজধানীর মিরপুর, ফার্মগেট, উত্তরাসহ বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পাস পরিচালনা হচ্ছে।

আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনাকারী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে রাজশাহী ও খুলনায়, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি নামে আউটার ক্যাম্পাস চলছে সিলেট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা ও যশোরে, রয়েল ইউনিভার্সিটির নামে অবৈধ আউটার ক্যাম্পাসের কার্যক্রম চলছে রাজশাহী ও খুলনায়, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির নামে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা হচ্ছে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে।